শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ২১ নভেম্বর ২০১৯

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত রোববার। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রথম দিন অনুপস্থিত ছিল ৮৬ হাজার ৪৮০ জন। প্রাথমিক ও মাদ্রাসা এ দুই পরীক্ষায় এবার অংশ নিচ্ছে ২৯ লাখ ৩ হাজার ৬৩৮ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ২৫ লাখ ৫৩ হাজার ২৬৭ জন। আর ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনীতে অংশ নিচ্ছে ৩ লাখ ৫০ হাজার ৩৭১ জন। এ নিয়ে গত সোমবার গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাথমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির বিষয়টি উদ্বেগজনক। প্রাথমিক স্তরেই যদি এত ঝরে পড়ে তাহলে শিক্ষায় উন্নতি হবে কি করে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে যে, এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ল কেন? মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং শিক্ষার হার বাড়ানোর চেষ্টা করছে সরকার। কিন্তু শিক্ষার্থী ঝরে পড়া বন্ধ করা না গেলে এ উদ্দেশ্যে কতটা পূরণ হবে সেই প্রশ্ন উঠেছে।

শুধু প্রাথমিক স্তরেই নয়, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকেও একই অবস্থা। এ ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরাই একসময় অদক্ষ জনশক্তিতে

পারণত হয়। সাধারণত দেখা যায়- দারিদ্র-হতদরিদ্র পরিবারের সন্তানদের ঝরে পড়ার হার বেশি। দরিদ্র পরিবারগুলো পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়।

শুধু শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠালে আর নাম স্বাক্ষর শেখাতে পারলেই শিক্ষিত জাতি গড়া যায় না। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে।

পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক ও মাদ্রাসার ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৮৬ হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত কেন, তার কারণ খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে সরকারকে। জ্ঞানভিত্তিক মেধাবী সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রকৃত শিক্ষিতের হার এবং দক্ষ জনশক্তি বাড়াতে হলে এ তিন স্তরে ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে।